45545 - কেউ রোজা রেখে এমন কোন দেশে সফর করল যেখানে রমজান বিলম্বে শুরু হয়েছে এ ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তিকে কি ৩১ দিন রোজা রাখতে হবে?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: যদি আমি এক দেশে রোজা পালন শুরু করে রমজান মাসের মধ্যে অন্য কোন দেশে ভ্রমণ করি যেখানে রমজান একদিন পরে শুরু হয়েছে, মাসের শেষে দিকে সে দেশেবাসী যখন ৩০ তম রোজা পালন করছে তখন কি আমি তাদের সাথে রোজা রাখব; এতে তো আমার ৩১টি রোজা পালন হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যদিকোনব্যক্তিরমজানের প্রথম রোজা যে দেশে রেখেছে সে দেশ থেকে এমন কোন দেশেসফর করে যেখানঈদুলফিতিরবিলম্বে হয় তাহলসে ব্যক্তি রোজা পালনচালিয়েযাবেযতদিননাসে দেশেবাসী ঈদ উদযাপন না করে। শাইখ বিন বায রাহিমাহুল্লাহকে প্রশ্ন করা হয়েছিল:

আমি পূর্ব এশিয়ার অধিবাসী। আমাদের দেশে হিজরি মাস সৌদি আরবের একদিন পর শুরু হয়। রমজান মাসে আমি দেশে যাব। আমি যদি সৌদি আরবে সিয়াম পালন শুরু করি এবং আমার দেশে গিয়ে শেষ করি, তাহলে আমার ৩১ দিন রোজা পালন করা হবে। এভাবে আমার সিয়াম পালনের হুকুম কি? আমি কতটি রোজা রাখব?

তিনি উত্তরে বলেন-

“আপনি যদি সৌদি আরব বা অন্য কোন দেশে সিয়াম পালন শুরু করেন এবং নিজের দেশে গিয়ে বাকিটা পালন করেন তাহলে আপনার দেশের লোকদের সাথে সিয়াম ভঙ্গ করবেন তথা ঈদ উদযাপন করবেন; যদিও বা তা ৩০ দিনের বেশি হয়। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

(الصوميومتصومون،والفطريومتفطرون)

“রোজাহলসেদিনযেদিনতোমরা (সকলে) রোজাপালনকর, আরঈদুলফিতিরহলসেদিনযেদিনতোমরা (সকলে) ইফতার(রোজা ভঙ্গ)

কর।”কিন্তুআপনযিদিতাকরতগেয়ি২৯ দনিরেকমরোজোপালনকরনে, তাহলআপনাকপেরবর্তীত১টি রোজোকাযাআদায়করনেতিহেবে। কারণরমজানমাস২৯দনিরেকমহতপোরনো।” সমাপ্ত[মাজমূফাতাওয়াশ-শাইখইবনে বায (১৫/১৫৫)]

শাইখ মুহাম্মাদ সালহে আল উছাইমীন রাহমিাহুল্লাহ এর কাছে জানতে চাওয়া হয়ছেলি:

যদি কনো ব্যক্তি এক মুসলমি দশে থকেে অন্য দশেে গমন করে যে দশেরে মুসলমানরো প্রথম দশেরে একদনি পরে রমজান শুরু করছেে সে ব্যক্তি সদেশেরে লোকদরে সাথে রোজা রাখতে গয়িে তার ৩০টরি বশেি রোজা হয়ে যায় সে ক্ষত্রেে হুকুম কী?অনুরূপভাবে এ অবস্থারবপিরীতঅবস্থারহুকুম কী?

তনিি উত্তরে বলনে :

“যদকিউেএকমুসলমিদশেথকেে অন্যমুসলমিদশেভ্রেমণকরএেবংসইেদশেরেমজানপরে শুরুহয়, তবতেনিঐিদশেরেলোকরোসয়িামনা-ছাড়া পর্যন্তসয়িামপালনকরযোবনে। কারণরোজাহলসদেনি,যদেনিলোকরোসয়িামপালনকরে;আরঈদুলফতিরহলসদেনি, যদেনিলোকরোরোজো ছড়েে দয়ে। আরঈদুলআযহাহলসদেনি, যদেনিলোকরোপশুযবহেকরে। তাকে এভাবে রোজা পালন করতে হবে; যদওিবাএজন্যতাকএেকদনিবাএরবশেদিনিসয়িামপালনকরতহেয়।এটসিইেমাসয়ালার অনুরূপ যখনকনো ব্যক্তি এমন কনোদশেভ্রেমণ করযেখোনসূের্যাস্তদরেীতহেয়, তবসেে ব্যক্তকিসূের্যাস্তনাযাওয়াপর্যন্তরোজোপালনকরতে হবে।যদওিবাএরফলে রোজা পালন স্বাভাবকিদনিরেচয়েদুেই,তনিবাততোধকিঘণ্টাবলিম্বতি হয়। এছাড়া এ কারণওে তাকে বশেদিনি রোজা থাকতে হবে যহেতেু দ্বতিীয় যে দশেে ভ্রমণ করছেে সখোন(েশাওয়াল মাসরে) নতুনচাঁদদখোযায়নি।অথচনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদরেকে চাঁদ দখেরেোজারাখতে ও চাঁদ দখেে রোজা ছাড়তে নর্দিশে দয়িছেনে।তনিবিলছেনে:

(صوموالرؤيته،وأفطروالرؤيته)

“তোমরা তা (নতুন চাঁদ) দখেে রোজাধর এবং তা (নতুন চাঁদ) দখেে রোজা ছাড়।”

আর বপিরীত অবস্থা হচ্ছ-েকনো ব্যক্তি এক দশে থকেে অন্য এক দশেে ভ্রমণ করে যখোনে রমজান মাস প্রথম দশেরে তুলনায় আগে শুরু হয়ছে,ে তবে তনিি তাদরে সাথইে রোজাপালন ছড়েে দবিনে এবং যে কয়দনিরে রোজা বাদ পড়ছেে সে রোজাগুলো পরে কাযা আদায় করে নবিনে। যদি একদনি বাদ পড়ে তবে একদনিরে রোজাকাযা করবনে। যদি দুই দনিরে বাদ পড়ে তবে দুই দনিরে কাযা করবনে। তনিি ২৮ দনি পর রোজাছাড়লে দুই দনিরে রোজা কাযা আদায় করবনে। যদি উভয় দশেে

মাস ৩০দিনে শেষ হয়, আর এক দিনের কাযা করবেন যদি উভয় দেশে বা যে কোন এক দেশে ২৯ দিনে মাস শেষ হয়।”[মাজমূ‘ ফাতাওয়া আশ-শাইখইবনউছাইমীন (১৯/ প্রশ্ন নং ২৪)] তাঁর কাছে আরও জানতে চাওয়া হয়েছিল -

কেউ হয়ত বলবে যে, কেন আপনি বলছেন যে প্রথম ক্ষেত্রে ৩০ দিনের বেশি রোজা পালন করতে হবে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রোযার কাযা পালন করতে হবে?

তিনি উত্তরে বলেন-

“দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রোযার কাযা রোজা পালন করতে হবে কারণ মাস ২৯ দিনের কম হতে পারে না। আর প্রথম ক্ষেত্রে সে ৩০ দিনের বেশি রোজা পালন করবে কারণ তখনও নতুন চাঁদ দেখা যায়নি। প্রথম ক্ষেত্রে আমরা তাকে বলব রোজাছেড়ে দাও যদিও তোমার ২৯ দিন পূরণ হয়নি। কারণ নতুন চাঁদ দেখা গিয়েছে। নতুন চাঁদ দেখা যাওয়ার পর রোজাছেড়ে দেয়া বাধ্যতামূলক। শাওয়াল মাসের প্রথম দিন রোজা পালন করা হারাম। আর কেউ যদি ২৯ দিনের কম রোজা পালন করে থাকে তাহলে তাকে ২৯ দিন পূরণ করতে হবে। এটি দ্বিতীয় অবস্থা হতে ভিন্ন। কারণ যে দেশে আসা হয়েছে সেখানে তখন রমজান চলছে; নতুন চাঁদ দেখা যায় নি। যেখানে এখনও রমজান চলছে সেখানে কিভাবে রোজা ভঙ্গ করা যেতে পারে?তাই আপনাকে রোজা পালন চালিয়ে যেতে হবে। আর যদি তাতে মাস বেড়ে যায়, তাহলে তা দিনের দৈর্ঘ্য বেড়ে যাওয়ার মত।”[মাজমূ ‘ফাতাওয়া আশ-শাইখ ইবনউছাইমীন (১৯/ প্রশ্ন নং ২৫)]

আরো জানতে দেখুন (38101) নং প্রশ্নের উত্তর। আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।